বাংলাদেশ বিষয়াবলি – ০১

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস - ১৭৫৭

Dr. Siddhartha

Instructor, P2A

বাঙালি জাতির উদ্ভব

সমগ্র বাঙালি জাতিকে মোটাদাগে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রাক আর্য/ আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী/ অনার্য নরগোষ্ঠী

আর্য নরগোষ্ঠী

অস্ট্রিক জাতি

দ্রাবিড় জাতি

প্রাক আর্য নরগোষ্ঠিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়

ক. নেগ্রিটো

খ. অস্ট্রিক

গ. দ্রাবিড়

ঘ. ভোটচীনীয়

নেগ্রিটো: এ ভূখণ্ডের প্রথম জনগোষ্ঠীর নাম।

ভীল-সাঁওতাল-হাড়ি-মুন্ডাদের পূর্বপুরুষ

আদিনিবাস: যশোর, সুন্দরবন, ময়মনসিংহ

সাঁওতাল

মুন্ডা

অস্ট্রিক

- প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে অস্ট্রিক জাতি ইন্দোচীন (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) থেকে বাংলায় প্রবেশ করে এবং নেগ্রিটোদের পরাজিত করে।
- আদিনিবাস: ইন্দোচীন
- অস্ট্রিকরা গ্রামীন সভ্যতার স্রষ্টা। প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে।
- অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। অস্ট্রিক জাতিকে **নিষাদ জাতিগোষ্ঠী** নামেও অভিহিত করা হয়। নিষাদ অর্থ চন্ডাল, ব্যাধ, জেলে। বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষার নামও অস্ট্রিক।

দ্রাবিড়

- আদিনিবাস: ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল
- সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করে। দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসী।
- দ্রাবিড় ভাষী জনগোষ্ঠীর অবদান হল- নগরসভ্যতা

ভোটচীনীয়/মঙ্গোলীয়

আদিনিবাস: ইন্দোচীন+তিব্বত অঞ্চল

গারো, ত্রিপুরা, চাকমা, কোচ, মণিপুরি উপজাতির পূর্বপুরুষ

আর্য

- ভাষা: ল্যাটিন, হিব্রু, জার্মান
- আদিনিবাস: ইউরোপের ইউরাল পর্বতের দক্ষিণের তৃণভূমি এলাকা (মধ্য এশিয়া, ইরান, রাশিয়া)
- ধর্ম: সনাতন
- ধর্মগ্রন্থ: বেদ

বাঙালি

- নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
- অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণ
- সংকর জাতি

“

বাঙালি আন্দোলন করে, সাধারণত ব্যর্থ হয়, কখনো কখনো সফল হয়; এবং সফল হওয়ার পর মনে থাকে না কেন তারা আন্দোলন করেছিল।

পুন্ড্র

বরেন্দ্র

বঙ্গ

সমতট

চন্দ্রদ্বীপ

গৌড়

শ্রীহট্ট

হরিকেল

তাম্রলিপি

রাঢ়

প্রাচীন জনপদ

বঙ্গ

- বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী
- আয়তনে বৃহত্তম ও স্বাধীন জনপদ

প্রাচীন জনপদ

বঙ্গ ২ ভাগে বিভক্ত ছিল

- **বিক্রমপুর:** পদ্মার উত্তর পাড় এলাকা। মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ এলাকা। রাজধানী ছিল বিক্রমপুর।

- **নাব্য:** পদ্মার দক্ষিণের অঞ্চল। ফরিদপুর, বরিশাল (বাকেরগঞ্জ), পটুয়াখালী অঞ্চল। রাজধানী ছিল- বরিশাল, যা রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত।

চন্দ্রদ্বীপ (বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত)

বরিশাল, পটুয়াখালি, বাগেরহাট, খুলনা ও গোপালগঞ্জ।

এটি বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

বঙ্গ ও বাঙালির পরিচয়

- ঋগবেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে প্রথম 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- কালিদাসের গ্রন্থে বঙ্গ অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাস করা **'বঙ্গ' নামের এক জাতি** হতে 'বঙ্গ' নামের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। **'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।**
- আকবরের সভাকবি ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাংলা শব্দের ব্যবহার করেন। বাংলার এত 'আল' (জমির সীমানা সূচক বা বাঁধ) থেকে তিনি 'বাংলা' শব্দটি ব্যবহার করেন।
- ১৩৫২ সালে সুলতানী আমলের শাসক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ সব জনপদকে একত্র করে বাংলার নাম দেন "বাঙ্গালাহ"। তাইতো ইলিয়াস শাহ্ 'শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ্' নামে পরিচিত।

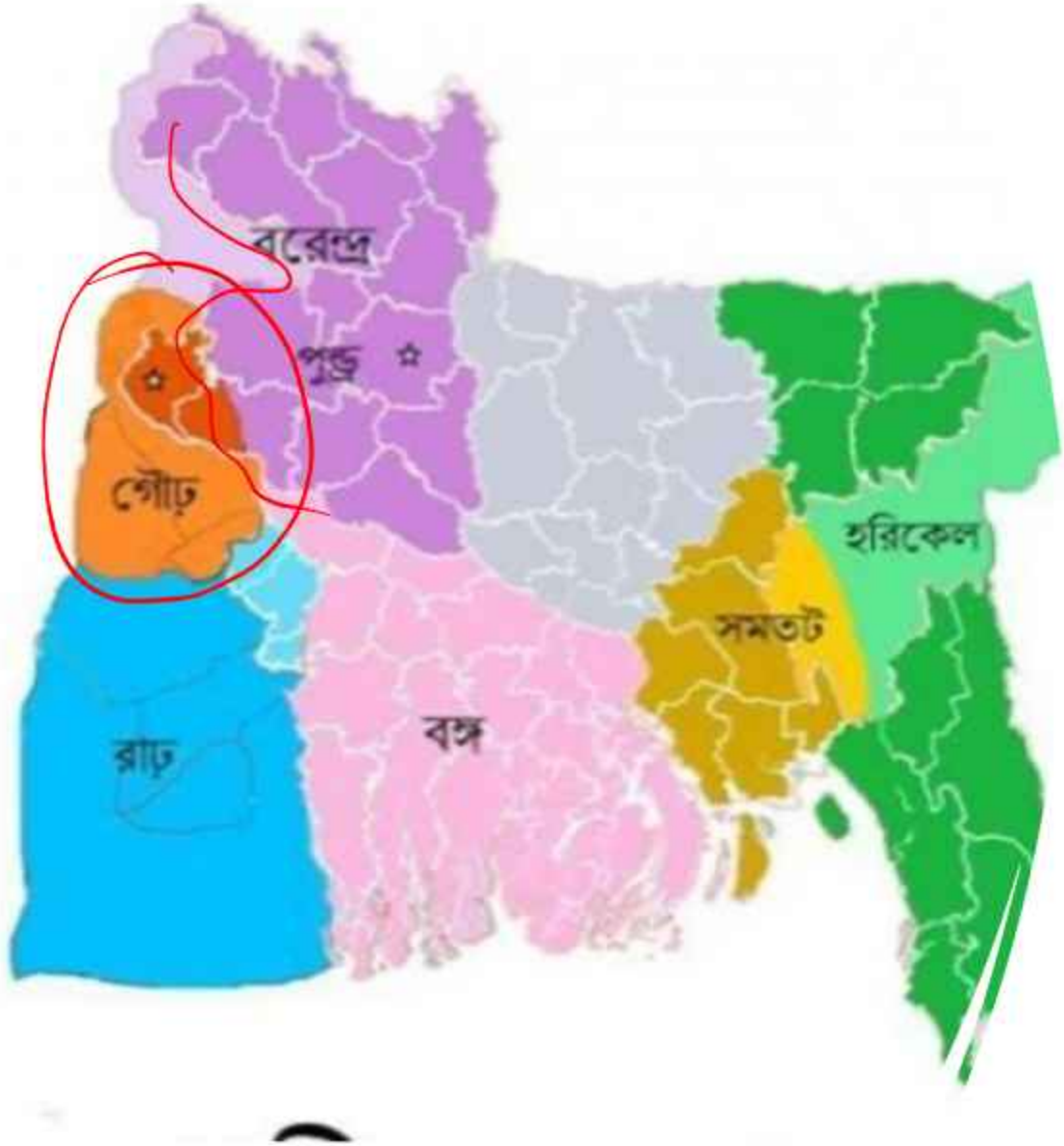

গৌড় (দ্বিতীয় স্বাধীন রাজ্য)

- মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- গৌড়ের প্রথম ধারণা পাওয়া যায়: পাণিনির গ্রন্থে
- রাজধানী: কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ)

গৌড়

স্বাধীন নরপতি: শশাঙ্ক

মুসলিম যুগে গৌড় ছিল: মালদহ জেলার লক্ষণাবতী। [পরবর্তীতে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাকে বুঝাতো]

সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানীর নাম ছিল গৌড়।

পুন্ড্র

বগুড়া (মহাস্থানগড়), রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল।

বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ

রাজধানী: পুন্ড্রনগর/পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থানগড়, বগুড়া)

অত্যন্ত সমৃদ্ধ জনপদ ছিলো

পুন্ড্র

- বগুড়া হতে সাত মাইল দূরে মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ। বাংলাদেশে প্রাপ্ত পাথরের চাকতিতে খোদাই করা সম্ভবত প্রাচীনতম শিলালিপি (মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি) এখানে পাওয়া গেছে।

রাঢ়

- বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে ছিল রাঢ়ের অবস্থান।
- এটি ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে।
- রাজধানী: কোটিবর্ষ (বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর)
- রাঢ়ের আরেক নাম ছিল সুহ্ম

সমতট

- বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা অঞ্চল

[গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত]

রাজধানী: কুমিল্লা থেকে ১২ মাইল পশ্চিমে বড় কামতা (রোহিতগিরি)

হরিকেল

পার্বত্য সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল

সিলেট কে বলা হতো শ্রীহট্ট।

- সমতট ও হরিকেল ভ্রমণ করেন- হিউয়েন সাং [৭ম শতকে]

Travel vlogger

বরেন্দ্র

- রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ এবং সম্ভবত পাবনা জেলা জুড়ে।
- গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল
- অংশ ছিলো: পুন্ড্রের
- শক্ত মাটির জনপদ

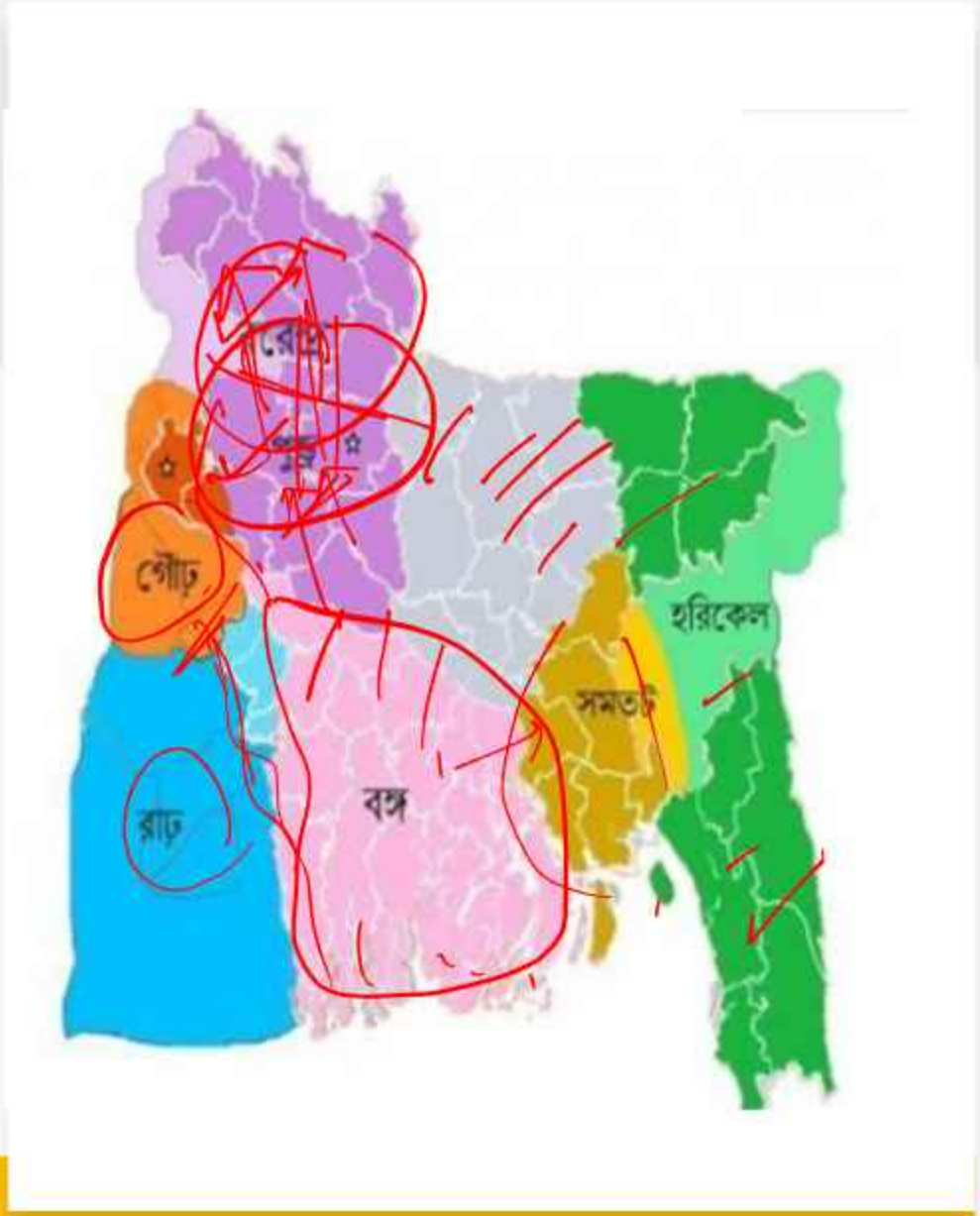

তাম্রলিপ্ত

- হরিকেলের দক্ষিণে অবস্থিত বলে ধারণা করা হলেও, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুকই ছিল এর প্রাণকেন্দ্র।
- **প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।** হুগলী ও রূপনারায়ণ নদের সঙ্গমস্থল হতে ১২ মাইল দূরে রূপনারায়ণের তীরে এ বন্দরটি অবস্থিত ছিল।
- সপ্তম শতক হতে এটি দন্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে।

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

রাজবংশের ক্রম

মৌর্য যুগ → গুপ্ত যুগ → গুপ্ত পরবর্তী

বাংলা → মাৎস্যন্যায় → পাল → সেন

প্রাচীন রাজবংশ

বংশ	ধর্ম	রাজধানী	প্রতিষ্ঠাতা	প্রথম রাজা/সম্রাট	শ্রেষ্ঠ রাজা/সম্রাট	সর্বশেষ রাজা
মৌর্য	বৌদ্ধ	পাটলিপুত্র	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	অশোক	বৃহদ্রথ
গুপ্ত	হিন্দু	পাটলিপুত্র	শ্রীগুপ্ত	১ম চন্দ্রগুপ্ত	সমুদ্রগুপ্ত	দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত/ বিষ্ণু গুপ্ত
পাল	বৌদ্ধ	পাটলিপুত্র	গোপাল	গোপাল	ধর্মপাল	মদনপাল/রামপাল
সেন	হিন্দু	নদীয়া/নবদ্বীপ বিক্রমপুর, লক্ষণাবতী	সামন্ত সেন	হেমন্ত সেন	বিজয় সেন	কেশব সেন/লক্ষ্মণ সেন

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য: ভারত এর প্রথম সম্রাট

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের রাজা নন্দকে পরাজিত করে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

- আলেক্সান্ডার এর মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিওকাসকে পরাজিত করে উপমহাদেশ থেকে গ্রিকদের তাড়িয়ে দেন।
- গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় ভারতে আসেন। তিনি বাংলায় আসেননি।
- মেগাস্থিনিস এর গ্রন্থ - ইন্ডিকা। এ গ্রন্থে 'গঙ্গারিডাই' জনপদের নাম পাওয়া যায়। গ্রিক লেখকগণ এটা ছাড়াও 'প্রসিঅয়' নামের অপর এক জাতির উল্লেখ করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১-১৮৫): ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্য

- প্রাচীন ভারতের প্রথম রাজবংশ: মৌর্য বংশ।
- প্রতিষ্ঠাতা: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
- চাণক্য: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী।
- শ্রেষ্ঠ শাসক: সম্রাট অশোক। বাংলায় মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা
- শেষ শাসক: বৃহদ্রথ
- রাজধানী: পাটলিপুত্র, প্রাদেশিক রাজধানী: পুন্ড্রবর্ধন
- মৌর্যযুগে গুপ্তচরদের উপাধি: সঞ্চার।
- ধর্ম: বৌদ্ধ (অশোকের আমল থেকে)

চাণক্য: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যের জন্য চাণক্যকে ভারতের 'ম্যাকিয়াভেলি' বলা হয়
- ছদ্মনাম **কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত**।
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ- **অর্থশাস্ত্র (১৫ খণ্ড)**
- চাণক্য অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন- তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান।

- ভারতে মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- বাংলায় মৌর্যশাসন প্রতিষ্ঠা করেন অশোক।

গুপ্ত সাম্রাজ্য (৩২০-৫৫০ খ্রি:): প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণযুগ

- প্রতিষ্ঠাতা: মহারাজা শ্রীগুপ্ত
- প্রথম সম্রাট/প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা: প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
- সমতট ব্যতীত সমগ্র বাংলা জয় করেন: সমুদ্রগুপ্ত
- শ্রেষ্ঠ শাসক: সমুদ্র গুপ্ত (প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন)
- শেষ শাসক: দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত/ বিষ্ণু গুপ্ত
- রাজধানী: পাটলিপুত্র
- বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল: পুণ্ড্রনগর
- ধর্ম: ব্রাহ্মণ্য ধর্ম/সনাতন/হিন্দু

হুনদের আক্রমণ

- মধ্য এশিয়ার যাযাবর হুনদের আক্রমণে ভারতের বিশাল গুপ্ত সম্রাজ্যের পতন ঘটে— ষষ্ঠ শতকে

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতায় অরাজক অবস্থা বিরাজ করে বাংলায় ২টি স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি হয়।
- বঙ্গ ও গৌড়

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য

তাম্র শাসন থেকে জানা যায় যে এই রাজ্যের স্বাধীন রাজা ছিলেন তিন জন- গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব। তারা সবাই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন (২০১৯)।

স্বাধীন গৌড় রাজ্য

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতকে 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' নামে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজাগণ বাংলায় ক্ষমতা বিস্তার করেন। এই অঞ্চলই গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন অরাজকতায় গুপ্তবংশীয় রাজারা দুর্বল হয়ে পড়েন। আর এই সুযোগে সামন্তরাজা শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চল দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা শশাঙ্ক

- তিনি **গৌড়ের রাজা** ছিলেন। পুরো বাংলাকে একত্র করে শাসন করেছিলেন।
- গৌড়ের কথা প্রথম পাওয়া যায়- ইতিহাসবিদ **পাণিনির** গ্রন্থে।
- শশাঙ্ককে বাংলার **প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক** বলা হয়।
- তার রাজধানী ছিলো **কর্ণসুবর্ণ**।

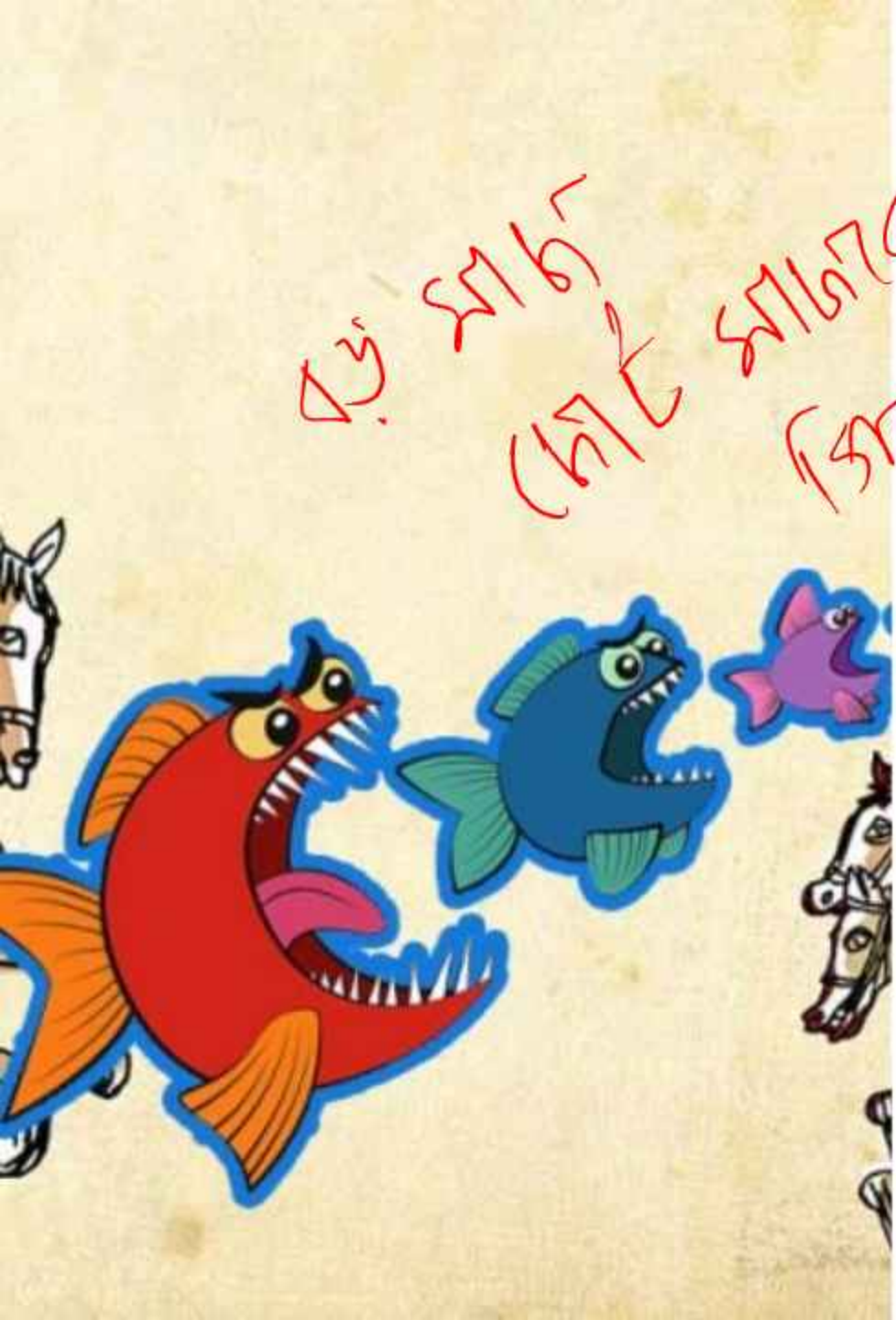

মাৎস্যন্যায় ও পাল বংশ

- মাৎস্যন্যায় অর্থ অরাজক পরিস্থিতি
- প্রায় ১০০ বছর চলা মাৎস্যন্যায় এর অবসান ঘটে পাল বংশ থেকে গোপালের রাজত্ব উত্থানের মাধ্যমে।

মাৎস্যন্যায়

- মাৎস্যন্যায় (Matsyanyaya) অর্থ- আইনশৃঙ্খলার অবনতি, অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা, বিশৃঙ্খলতা। শব্দটি প্রথম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল।
- সময়- ৭ম-৮ম শতক তথা ৬৩৭-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ (প্রায় ১০০ বছর)।
- অবসান: অষ্টম শতকের মাঝামাঝি
- মাৎস্যন্যায়ের সূচনা হয়— শশাঙ্কের মৃত্যুর পর।
- অবসান ঘটে— রাজা গোপালের পাল বংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

পাল বংশ (৭৫৬-১১৬১ খ্রি) (সবচেয়ে বেশি সময় ধরে শাসন)

- প্রতিষ্ঠাতা: রাজা গোপাল (৭৫০-৭৮১ খ্রিস্টাব্দ)
- শ্রেষ্ঠ শাসক: ধর্মপাল (সোমপুর বিহার নির্মাণ)
- শেষ শাসক: মদন পাল/রামপাল
- দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়
- রাজধানী: পাটলিপুত্র
- ধর্মপালের আমলে রাজধানী: পাহাড়পুর
- রাজা ২য় মহীপালের সময় কৈবর্ত/বরেন্দ্র বিদ্রোহ।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

- অবস্থান: বিহার রাজ্য, ভারত।
- শ্রেষ্ঠ প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় (পঞ্চম শতকে নির্মিত)।
- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠাতা: কুমার গুপ্ত
- পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে - দেবপালের
- নালন্দা মহাবিহারের আচার্য ছিলেন: মহাবীর শীলভদ্র।
- ২০১৪ সালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় চালু হয়। উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।

- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' রচিত হয়- পাল আমলে।
- পাল রাজারা ছিল বরেন্দ্র জনপদের দেশীয় শাসক (ধর্ম ছিল— বৌদ্ধ)।
- বাংলার দীর্ঘস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন- পাল রাজারা (প্রায় চারশত বছর)
- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা- ধর্মপাল ।
- রামপালের আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ – রামচরিতম (লেখক- সন্ধ্যাকর নন্দী)
- রামপালের সভাকবি ছিলেন- সন্ধ্যাকর নন্দী।
- তালপাতার পুঁথিচিত্র যে যুগের— পাল যুগের ।
- শেষ পাল শাসক: মদন পাল/রামপাল।

সেন বংশ (১০৬১ খ্রি - ১২০৪ খ্রি)

- প্রাচীন বাংলার সর্বশেষ রাজবংশ
- সেনরা আসেন – দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে।
- অবস্থান: রাঢ় অঞ্চলে
- সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা: সামন্ত সেন
- প্রথম রাজা: হেমন্ত সেন
- শ্রেষ্ঠ রাজা: বিজয় সেন
- সর্বশেষ রাজা/বাংলার শেষ হিন্দু রাজা: কেশব সেন (অপশনে না থাকলে লক্ষণ সেন)
- কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তনকারি, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ রচনাকারী : বল্লাল সেন
- সেনদের ধর্ম ছিল- হিন্দু ধর্ম।
- রাজধানী: নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, এবং লক্ষণাবতী (বর্তমান গৌড়)

মাৎস্যন্যায় কোন শাসন আমলে দেখা যায়? (২০১৯)

ক) খিলজি শাসন আমলে

খ) সেন শাসন আমলে

গ) মোগল শাসন আমলে

ঘ) পাল শাসন আমলে

কার পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে? (২০১৯)

ক) দেবপাল

খ) ধর্মপাল

গ) বিগ্রহপাল

ঘ) নারায়ণপাল

প্রতিষ্ঠাতা

কুমারগুপ্ত

সোমপুর বিহারের/প্রতিষ্ঠাতা কে? (২০১৫)

সোমপুর

ক) ধর্মপাল

খ) লক্ষণ সেন

গ) ধর্মসেন

ঘ) বিক্রমাদিত্য

প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতির নাম কী? (২০১৮)

ক) রাজা শশাঙ্ক

খ) গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ

গ) ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ

ঘ) লক্ষণ সেন

কোনটি বাংলার প্রাচীন জনপদের নাম নয় ? (২০১৮)

ক) পুণ্ড্র

খ) গৌড়

গ) রাঢ়

ঘ) মৌর্য

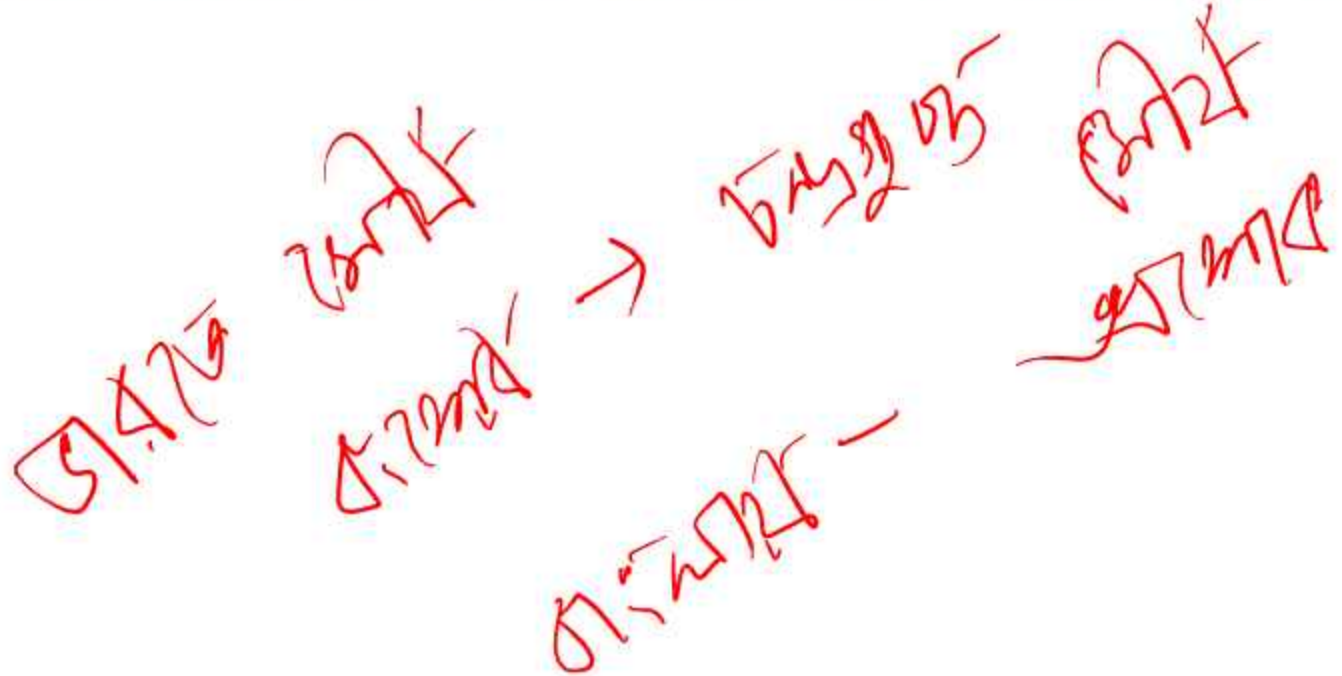

প্রাচীন পুণ্ড্রনগর কোথায়? (২০১৮)

বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাণ ঐতিহাসিক স্থান কোনটি? (২০১২)

ক) ময়নামতি

খ) বিক্রমপুর

গ) মহাস্থানগড়

ঘ) পাহাড়পুর

সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানীর নাম ছিল? (২০১৮)

ক) গৌড়

খ) সোনারগাঁ

গ) জাহাঙ্গীরনগর

ঘ) ঢাকা

বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে ছিলেন? (২০০৭)

ক) বিজয় সেন

খ) হেমন্ত পাল

গ) গৌরি সেন

ঘ) লক্ষণ সেন

প্রাচীন বাংলা/ভারতে আগমনকারী পর্যটক

পর্যটক	দেশ	তৎকালীন রাজা/সম্রাট	গ্রন্থ	গমনকাল
মেগাস্থিনিস তিনি একজন ভূগোলবিদ	গ্রিস	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	ইন্ডিকা	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে
ফা-হিয়েন (বাংলায় ভ্রমণকারী প্রথম পর্যটক)	চীন	২য় চন্দ্রগুপ্ত	ফো কুয়ো কিং	৩৮০-৪১৪ খ্রিস্টাব্দ
হিউয়েন সাঙ (৭ম শতকে তিনি সমতটে আসেন)	চীন	হর্ষবর্ধন	সিদ্ধি	৬৩০-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রাচীন বাংলা/ভারতে আগমনকারী পর্যটক

পর্যটক	দেশ	তৎকালীন রাজা/সম্রাট	গ্রন্থ	গমনকাল
নিকল দ্য কন্টি	ইতালি			১৪২০ - ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দ
ইবনে বতুতা -বাংলার ধনসম্পত্তি দেখে বলেছিলেন 'দোজখ ই পুর নিয়ামত'(ধনসম্পদে পূর্ণ দোজখ)। -সোনারগাঁয়ে আসেন	মরক্কো	বাংলায়: ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (সোনারগাঁ) দিল্লী: মোহাম্মদ বিন তুঘলক	কিতাবুল রেহালা (সফরনামা)	বাংলায়: ১৩৪৬ (চতুর্দশ শতকে) ভারতে: ১৩৩৩
মা-হুয়ান ও গং জেন	চীন	গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ		

নিম্নের কোন পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন? (২০১২, ২০১০)

- ইবনে বতুতা
- ফা-হিয়েন
- মার্কো পোলো
- হিউয়েন সাং

ইবনে বতুতা কোন শতকে বাংলাদেশে আসেন? (২০১২)

- চতুর্দশ
- সপ্তদশ
- অষ্টাদশ
- ত্রয়োদশ

ইবনে বতুতা কত সালে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন? (২০০৫)

- ৬০৫ সালে
- ১১৪৫ সালে
- ১২৪৫ সালে
- ~~১৩৪৫ সালে~~ ১৩৪৬

প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

মহাস্থানগড়। পূর্ব নাম: পুণ্ড্রনগর

(পুন্ড্র শব্দের অর্থ ইক্ষু)

- অবস্থান: বগুড়া থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে।
- পুরাকীর্তি আছে: মৌর্য ও গুপ্ত বংশের।
- আবিষ্কারক: কানিংহাম (১৮৭৯ সাল)
- বিখ্যাত স্থান:
  - ভাসু বিহার
  - বৈরাগীর ভিটা
  - গোবিন্দ ভিটা
  - খোদার পাথর ভিটা
  - বেহুলার বাসর ঘর
  - পরশুরামের ভিটা
  - শাহ সুলতান বলখীর মাজার

পাহাড়পুর

(সোমপুর বিহার)

- উপমহাদেশের বড় বিহার। বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি: ১৯৮৫।
- অবস্থান: নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানার পাহাড়পুর গ্রামে
- যে নদীর তীরে: আত্রাই, নওগাঁ
- নির্মাতা: ধর্মপাল
- যে যুগের নিদর্শন: পাল যুগের
- নির্মাণকাল: ৮ম শতক
- বিখ্যাত নিদর্শন: সত্য পীরের ভিটা, জগদ্দল বিহার

ময়নামতি

পূর্ব নাম: রোহিতগিরি

অবস্থান: শালবন বিহার, কোটবাড়ি, কুমিল্লা

নামকরণ: রাজা মানিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নামে

শালবন বিহার নির্মাণ করেন: শ্রী ভবদেব

আনন্দ বিহার নির্মাণ করেন: রাজা আনন্দদেব

যে সভ্যতার নিদর্শন: বৌদ্ধ সভ্যতা

ময়নামতির বিখ্যাত পুরাকীর্তি (সকল মুড়া ও আনন্দ)

- আনন্দ বিহার
- আনন্দ রাজার দীঘি
- কোটিল্য মুড়া
- রূপবান মুড়া
- ইটাখোলা মুড়া
- ভোজ বিহার

উয়ারী বটেশ্বর

- অবস্থান: নরসিংদীর বেলাব উপজেলার উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ বা কয়রা নদীর তীরে।
- নির্মাণকাল: ৪৫০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে [২৫০০ বছর আগে]
- নদী বন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র
- আবিষ্কৃত হয়: বৌদ্ধ পদ্ম মন্দির বা লোটাস টেম্পল
- বিকশিত হয়েছিল: পুঁতি তৈরির কারখানা

বিক্রমপুর (মুন্সীগঞ্জ)

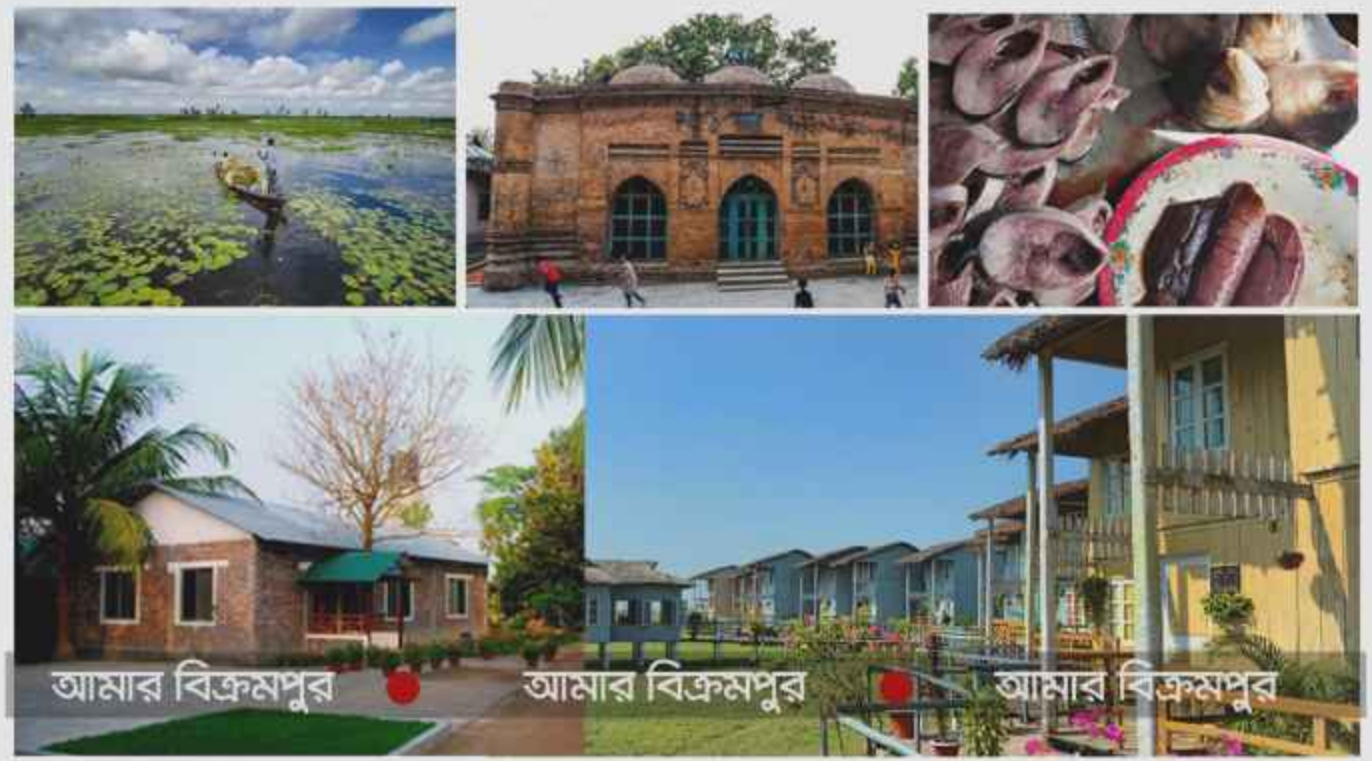

বজ্রযোগিনী গ্রাম:

অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান

মুঘল আমলের ইদ্রাকপুর দুর্গ

(মীরজুমলা)

সুলতানী আমলের সাধক বাবা

আদম শহীদ মাজার

সীতাকোট বিহার:

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার (দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায়)

কান্তজীর মন্দির: দিনাজপুর

বিহার	অবস্থান
পন্ডিত বিহার, মহামুনি বিহার	চট্টগ্রাম
আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার	ময়নামতি, কুমিল্লা
সীতাকোট বিহার	দিনাজপুর
রাজবন বিহার	রাঙ্গামাটি
জগদ্দল বিহার (নির্মাতা: রামপাল), হলুদ বিহার	পাহাড়পুর, নওগাঁ
সীমা বিহার	রামু, কক্সবাজার
সীমাবুদ্ধ বিহার	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
ভাসু বিহার	বগুড়া
পন্ডিত বিহার (অতীশ দীপঙ্কর অধ্যাপনা করেন)	চট্টগ্রাম

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন

উপমহাদেশে মুসলিম শাসন

- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আসে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে— মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে।
- **মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের নেতৃত্ব দেন।** তিনি সর্বপ্রথম উপস্থিত হন - সিন্ধুর দেবল শহরে। সে সময় মুহাম্মদ বিন কাসিম আক্রমণ করেন - সিন্ধু ও মুলতান। এ সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসক ছিল – রাজা দাহির।
- সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন— মোট ১৭ বার (২০১২)

তরাইনের যুদ্ধ

- শিহাব উদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরী ১১৯১ সালে প্রথম তরাইনের যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং পরাজিত হন। যুদ্ধ হয় – মোহাম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে।
- পরবর্তীতে ১১৯২ সালে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ কে পরাজিত করেন
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহাম্মদ ঘুরী।

কুতুব উদ্দীন আইবেক

দিল্লিতে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন

সমগ্র হিন্দুস্তানের প্রথম সম্রাট

দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা— কুতুবউদ্দিন আইবেক।

দানশীলতার জন্য লাখবক্স হিসেবে পরিচিত

দিল্লীর কুতুব মিনার নির্মাণ করেন- কুতুবউদ্দিন আইবেক।

দিল্লীর স্বাধীন সুলতানী শাসন (সালতানাত)/Delhi Sultanate

- দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়- ১২০৬ সালে
- দিল্লীর স্বাধীন সালতানাতের পতন ঘটে- ১৫২৬ সালে
- দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত টিকেছিল- মোট ৩২০ বছর
- প্রতিষ্ঠাতা- কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.)
- প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.)
- একমাত্র মহিলা সুলতান- সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.)
- শেষ শাসক- ইব্রাহীম লোদী (১৫১৭-১৫২৬ খ্রি.)
- রাজধানী- দিল্লী

ইলতুতমিশ: মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলক

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ

- নাসিরউদ্দিন মাহমুদ (শাসনকাল: ১২৪৬–১২৬৬)

সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র (কনিষ্ঠ পুত্র)।

ফকির বাদশাহ নামে পরিচিত ছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন

- রক্তপাত ও কঠোর নীতি (Blood and Iron Policy)
- বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক
- আমির খসরু (ভারতের তোতাপাখি) তার দরবার অলংকৃত করেন

আলাউদ্দিন খিলজি

- দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান
- ভারতের আলেক্সান্ডার (ইবনে বতুতা)
- দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন
- দিল্লির শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন

মুহাম্মদ বিন তুঘলক

- রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন।
- সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রথম প্রতীক তামার মুদ্রা প্রচলন করেন— মুহম্মদ বিন তুঘলক
- ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য 'দিওয়ান-ই আমির কোহী' নামে কৃষি বিভাগ তৈরি করেন— মুহম্মদ বিন তুঘলক

মাহমুদ শাহ

- তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন মাহমুদ শাহ।
- ১৩৯৮ সালে তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন মাহমুদ শাহ এর আমলে (২০১২)।

কোন খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতানি শাসনের অবসান হয়? (২০১৯)

- ১৫২৭
- ১৫২৩
- ১৫২৬
- ১৫২৪

ভারতে প্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করেন? (২০১৮)

- লর্ড কর্নওয়ালিস
- শেরশাহ
- মুহাম্মদ বিন তুঘলক
- ইলতুতমিশ

গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? (২০১৮)

- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- রাজশাহী
- বগুড়া
- চট্টগ্রাম

বাংলায় মুসলিম শাসন

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি (বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন ১২০৪ সালে)

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর'। এর অর্থ 'বিদ্রোহের নগরী'।

খিলজি/খলজি শাসন

- বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা: ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি।
- ইওজ খিলজি বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রা চালু করেন।
- বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন।

তুর্কী শাসন

- বাংলার প্রথম তুর্কি শাসক নাসির উদ্দিন মাহমুদ
- তুঘরিল: মামলুক তুর্কিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।
- সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ: তার আমলে বাংলায় আসেন হযরত শাহজালাল (রা.)

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.)

✓প্রতিষ্ঠাতা- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রি.)

✓প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রি.)

✓শ্রেষ্ঠ শাসক- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)

✓শেষ শাসক- গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি.)

✓রাজধানী- সোনারগাঁও, গৌড়

✓১৫৩৮ সালে শেরশাহ গৌড় দখল করলে অবসান ঘটে স্বাধীন সুলতানি যুগের।

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯)

- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান।
- ১৩৩৮ সালে তিনি সোনারগাঁওয়ের শাসনক্ষমতা দখল ও স্বাধীনতা ঘোষনা করেন।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

- উপাধি 'শাহ ই বাঙাল।' এসময় বাংলা সব জনপদ একত্র করে 'বাঙ্গালাহ' নাম দেন (২০১০)।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসনকর্তা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- তার সময় থেকে বাংলার অধিবাসীগণ পরিচিত হয় বাঙালি নামে।
- বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে পান্ডুয়ায় স্থানান্তর করেন।

আলাউদ্দীন হুসেনশাহ (১৪৯৮ – ১৫১৯)

- সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন সুলতান
- জ্ঞানী গুণী ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
- মুসলমান শাসনের স্বর্ণযুগ – হুসেন শাহী যুগ (২০১৯)
- এ যুগে বাংলা গজল ও সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হয় (২০১২)
- বাংলার আকবর বলা হয় – আলাউদ্দীন হুসেন শাহকে।
- এসময় শ্রী চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজধানী ছিল – একডালা।
- পর্তুগীজরা এ সময় বাংলায় প্রথম পদার্পণ করে।

ছোট সোনা মসজিদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নির্মাতা: আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

বড় সোনা মসজিদ

নির্মাতা: নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ

বাগেরহাটের মিঠাপুকুর

নির্মাতা: নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১)

- পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্রবিনিময়।
- বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তার বিখ্যাত রচনা ইউসুফ জুলেখা এ সময়ে সম্পন্ন করেন।

মোঘল সাম্রাজ্য

- সম্রাট বাবর ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদীকে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (২০১২)।
- এ যুদ্ধে উপমহাদেশে প্রথম কামানের ব্যবহারের সূচনা করেন সম্রাট বাবর।
- পানিপথ – দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্তী স্থানে, যমুনা নদীর তীরে।

পানিপথের ঐতিহাসিক যুদ্ধসমূহ

- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে সংগঠিত হয়। যুদ্ধে লোদী পরাজিত হন এবং মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন বাবর।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান ও আফগান নেতা হিমুর মধ্যে সংগঠিত হয়। যুদ্ধে হিমু পরাজিত হন এবং সম্রাট আকবর দিল্লি অধিকার করেন।
- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের মধ্যে সংগঠিত হয়। যুদ্ধে মারাঠাদের পতন এবং বর্গী অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটে ।

মোঘল সাম্রাজ্যের/বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট:

বাবর (২০১২)

বাবরের আত্মজীবনী – তুযুক-ই-বাবর/বাবরনামা

(তুর্কী ভাষায়)

সম্রাট হুমায়ুন

- প্রথম বাংলায় আগমন করতে চাওয়া মোগল সম্রাট।
- সম্রাট হুমায়ুন ক্ষমতা লাভ করেন – ১৫৩০ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর।
- বাংলার নামকরণ করেন জান্নাতাবাদ।
- তাঁর নির্মিত দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন – ১৫৫৬ সালে।

শেরশাহ (শের খান শূর)

মুদ্রা ব্যবস্থা:

- ✓ তিনি 'দাম' নামক মুদ্রার প্রচলন করেন।
- ✓ 'রুপি' নামক মুদ্রা প্রবর্তনের কৃতিত্বও তার।

যোগাযোগ ব্যবস্থা:

- ✓ তিনি 'ঘোড়ার ডাক' ব্যবস্থা চালু করেন (২০১২)।
- ✓ 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' বা 'সড়ক-ই-আজম' নির্মাণ করেন, যা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শেরশাহ (শের খান শূর)

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা:

- তিনি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন।
- 'কবুলিয়াত' (চুক্তি দলিল) ও 'পাট্টা' (ভূমি স্বত্বের দলিল) প্রথার প্রবর্তন করেন।

অন্যান্য:

তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 'আফগান দুর্গ' নির্মাণ করেন।

আকবর (জালালুদ্দিন)

বাংলায় মোগল শাসন শুরু করেন।

আকবর এর শাসনকাল

(১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি:)

শাসনকাল:

- **শুরু:** ১৫৫৬ সালে, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করার পর।
- **শেষ:** ১৬০৫ সালে।
- **মোট সময়কাল:** ৪৯ বছর।
- বাংলা বিজয় করেন ১৫৭৬ সালে

প্রধানমন্ত্রী: আবুল ফজল

অর্থমন্ত্রী: টোডরমল

সেনাপ্রধান: মানসিংহ

সাম্রাজ্য বিস্তার:

- আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ বিস্তার লাভ করে।
- সাম্রাজ্যটি ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সমগ্র বাংলা 'সুবহ-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত ছিল।

ধর্ম:

- আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামক একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। অনুসারী ১৮-১৯ জন
- তিনি অমুসলমানদের উপর 'জিজিয়া কর' ও 'তীর্থকর' রহিত করেন (২০১২)।

- 'পহেলা বৈশাখ' রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে প্রবর্তন করেন। (২০১৯, ২০১২)
- 'মনসবদারী' (পদমর্যাদা) প্রথা চালু করেন।
- বাংলা সন এবং বর্ষপঞ্জী চালু করেন।
- 'বুলন্দ দরওয়াজা' এবং 'স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ করেন।
- 'তানসেন' (বুলবুল ই হিন্দ) ও 'বীরবল' ছিলেন আকবরের দরবারের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন।
- সম্রাট আকবরের সমাধি – সেকেন্দ্রায়।
- 'আইন-ই-আকবরী' রচনা করেন **আবুল ফজল**।
- সরকারি কাজে 'ফারসি' ভাষা চালু করেন – টোডরমল (২০১২)।

জাহাঙ্গীর-এর শাসনকাল (১৬০৫-১৬২৭)

- তাঁর নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করা হয়েছিল - 'জাহাঙ্গীরনগর'।
- ইংরেজরা ভারতবর্ষে আগমন করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
- ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেন – জাহাঙ্গীর।
- তাঁর প্রেরিত **সুবাদার ইসলাম খান** ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করে।
- **বারো ভূঁইয়াদের পতন ঘটান** এবং ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মোগলদের শাসনে আনয়ন করেন।
- আগ্রার দূর্গ নির্মাণ করেন।

শাহজাহান (পুরোনাম— শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররাম)

- Prince of Builders
- আগ্রায় তাজমহল (তাজমহল অবস্থিত যমুনা নদীর তীরে)
- সম্রাট শাহজাহান নির্মিত সিংহাসন - ময়ূর সিংহাসন
- দিল্লির লালকেল্লা মোতি মসজিদ নির্মাণ করেন।

- সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপীর নামে ডাকা হত।
- মসলিন কাপড় ঢাকায় তৈরি হতো – মুঘল আমলে (২০১৫)

২য় বাহাদুর শাহ

সর্বশেষ মোগল শাসক

তাঁকে নির্বাসিত করা হয়

রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন)।

বাংলার বার ভূঁইয়া

- বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ঘটে – মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে।
- বার ভূঁইয়া বলতে বোঝায় – অনির্দিষ্ট সংখ্যক বড় বড় স্বাধীন জমিদারকে (২০১৯)
- বার ভূঁইয়াদের প্রধান ছিলেন – ঈশা খাঁ। 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি ধারণ করেন। তিনি বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও এর পত্তন করেন (২০১২)।
- ঈশা খাঁর মৃত্যুর (১৫৯৯ সাল) পর বারভূঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন –ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খান
- পাঁচ পীরের মাজার অবস্থিত – সোনারগাঁওয়ে (২০০৫)

সুবা বাংলা

- মোগল প্রদেশগুলো **সুবা** নামে পরিচিত ছিল
- সুবার দায়িত্ব প্রাপ্তদের বলা হত সুবাদার
- ইসলাম খান ১৬১০ সালে সর্বপ্রথম ঢাকাকে রাজধানী করেন এবং নাম রাখেন 'জাহাঙ্গীরনগর'।

সুবেদারী শাসন

ইসলাম খান: ১৬০৮-১৬১৩

- জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার সুবেদার ছিলেন - ইসলাম খান।
- তিনি বাংলায় নিযুক্ত প্রথম সুবেদার।
- ১৬১০ সালে ঢাকাকে সর্বপ্রথম রাজধানীর মর্যাদা দেন (২০১৮, ২০১৩, ২০০৮)। রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন।
- বারো ভূঁইয়াদের দমন করেন, ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর (২০১২)।
- ধোলাই খাল (বুড়িগঙ্গার পূর্বনাম) খনন করেন, নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।

মীর জুমলা: ১৬৬০ - ১৬৬৩

- মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধি ছিলেন - মীর জুমলা।
- তিনি ঢাকা গেইট নির্মাণ করেন, মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করেন।
- মীর জুমলা ঢাকায় গড়ে তোলেন এক নয়নাভিরাম বাগান বাগ-ই-বাদশাহী যেটির ব্রিটিশ আমলে নাম দেয়া হয় রেসকোর্স ময়দান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেই বাগানের নাম দাঁড়ায় 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান'।
- ১৬৬০ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।
- সর্বপ্রথম আসাম ও কুচবিহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।
- আসাম যুদ্ধে ব্যবহৃত 'বিবি মরিয়ম' কামান সংরক্ষিত আছে – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত ঢাকা গেইট এর পাশে।

শায়েস্তা খান

- মীর জুমলার মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবাদার ছিলেন শায়েস্তা খান। তার শাসনকালে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধির এক সুবর্ণ যুগের সূচনা হয়েছিল। তার সময়ে টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত।
- চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন (২০১৩) এবং চট্টগ্রামের নামকরণ করেন ইসলামাবাদ।
- লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা (২০০৫), চক মসজিদ নির্মাণ করেন।
- লালবাগ কেল্লার আদি নাম – আওরঙ্গবাদ দূর্গ (২০১২)
- মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন – সপ্তদশ শতাব্দীতে (২০১০)
- বিবি পরী ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা (২০১৩)।

বাংলায় উল্লেখযোগ্য মোগল স্থাপত্য

- লালবাগের কেল্লা (শায়েস্তা খান)
- সাত গম্বুজ মসজিদ (শায়েস্তা খান)
- ছোট কাটরা (শায়েস্তা খান)
- চক মসজিদ (শায়েস্তা খান)
- বড় কাটরা (শাহ সুজা)
- ঢাকা গেইট (মীর জুমলা)

দিল্লীর সম্রাটদের পারিবারিক দ্বন্দ্বের সুযোগে বাংলায় নিযুক্ত সুবাদার মুর্শিদকুলি খান স্বাধীনচেতা আচরণ শুরু করেন এবং একসময় নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলায় মোগলদের প্রভাব কমে যায় এবং স্বাধীন নবাবী শাসনের সূত্রপাত হয়।

মুর্শিদ কুলি খান

মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব।

- বাংলায় স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি রাজধানী ঢাকা হতে মকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) এ স্থানান্তর করেন।

নবাব আলীবর্দী খান

প্রকৃত নাম - মির্জা মুহম্মদ আলি

বর্গী নামে পরিচিত মারাঠা দস্যুদের বিতাড়িত করেন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা: ১৭৫৬-১৭৫৭

- নবাব আলীবর্দী খান তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার নবাব হিসেবে মনোনীত করেন।
- **সিরাজুদ্দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব**
- ১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল, ২৩ বছর বয়সে ক্ষমতায় আরোহন করেন।
- ১৭৫৬ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে কলকাতার নাম দেন 'আলীনগর' এবং ইংরেজদের কাশিমবাজার দূর্গ দখল করেন।

পলাশীর যুদ্ধ

- তারিখ: ২৩ জুন, ১৭৫৭
- স্থান: ভাগীরথী নদীর তীর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
- পক্ষসমূহ: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- সিরাজউদ্দৌলাকে সমর্থন করে: ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
- প্রধান সেনাপতি: ব্রিটিশদের পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ ও বাংলার পক্ষে মোহন লাল
- বাংলার সেনাবাহিনীর ভ্যানগার্ড ছিলেন: মীর মদন
- বাংলার পক্ষে যুদ্ধ করা ফরাসি সেনাপতি: সিন ফ্রে
- সিরাজের পক্ষে সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা সেনাসদস্য: মীর জাফর (অশ্বারোহী), রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খান।
- লড়ে যাওয়া সেনা সদস্য: মীর মদন, মোহন লাল

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

২৩ শে জুন ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের কাছে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন।

নবাবের হত্যাকারী:

মীর জাফরের পুত্র মীরানের নির্দেশে ভগবানগোলা নামক স্থানে **মোহাম্মদী বেগ** নবাবকে হত্যা করেন।

মীর কাসিম

(১৭৬০-১৭৬৩)

- মীর জাফরের জামাতা
- বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর):

বাংলার সার্বভৌমত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা

- জোট: মীর কাসিম (বাংলা), নবাব সুজাউদ্দৌলা (অযোধ্যা), সম্রাট শাহ আলম (দিল্লি)
- বিরোধী পক্ষ: মেজর মনরো (ইংল্যান্ড)
- পরাজিত হন – মীর কাশিম

একনজরে নবাবগণ

- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব: মুর্শিদ কুলি খান
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব: নবাব সিরাজউদ্দৌলা
- বাংলার শেষ নবাব: নিজাম উদ্দৌলা
- বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব: মীর কাশিম

Thank You